CS (Main) Exam, 2021

বাংলা

(আবশ্যিক)

সময় : 3 ঘণ্টা	পূর্ণাঙ্ক : 300

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত নির্দেশগুলি যত্ন সহকারে পড়ুন

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মূল্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে।

অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে।

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠা বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিষ্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

BENGALI

(Compulsory)

Time Allowed : Three Hours	Maximum Marks : 300

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answer must be written in BENGALI (Bengali script) unless otherwise directed in the question.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

1. নিম্নলিখিত যে কোনো **একটি** বিষয়ে *600* শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : 100

(a) শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির সমস্যা

(b) বিশ্ব-শান্তির সঙ্কট

(c) মাতৃভাষা ও প্রাথমিক শিক্ষা

(d) 'সারোগেসি'(Surrogacy)-র সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা

2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : 12×5=60

প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র এত শক্তিশালী ছিল যে রাজাকে রাজ্যের আত্মা বলা হত। প্রাচীন ধর্মীয় শাস্ত্রগুলির মতে রাজা তাঁর প্রজাদের দৈব প্রতিনিধি, যাতে প্রজারা নিজেদের জীবনের অসুখী অবস্থা থেকে রাজার সাহায্যে মুক্তি পেতে পারে। রাজাবিহীন সমাজ দুঃখময়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ অনেক সময় রাজা বা রাজত্বের উদ্ভব সম্পর্কে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতগুলি বিভিন্ন সময়ে দৈবনীতি, ক্ষমতার নীতি, সুরক্ষার নীতি, সামাজিক চুক্তি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে দাখিল করা হয়েছে।

কৌটিল্য রাজ্যকে প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ এবং কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠান মনে করতেন। তিনি রাজার উদ্ভবের বিভিন্ন ধাপগুলি আলোচনা করেননি, কিন্তু তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তিনি খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন যে বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে গিলে ফেলে, তেমনি প্রাচীনকালে সবলরা দুর্বলদের পীড়ন করতেন। লোকেরা অন্যায়ভাবে অত্যাচারিত হ'ত—মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ মাছের নীতি বা ভিন্ন ভাষায় জঙ্গলের নীতিতে। উৎপীড়িত মানুষেরা যৌথভাবে একজন সবল লোককে তাদের রাজা হিসেবে মেনে নিত। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তাদের ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ এবং বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত আয়ের এক-দশমাংশ রাজাকে দেবে। বিনিময়ে রাজা তাঁর প্রজাদের কল্যাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। যে প্রজারা রাজার এই অনুশাসন মেনে নিত না, রাজা তাদের শাস্তি দিতেন। ইন্দ্র বা যমের মতো রাজাও প্রজাদের রক্ষক এবং হিতৈষী হিসেবে গণ্য হতেন। কৌটিল্যের মতে রাজাকে অমান্য বা অপমান করা নিষিদ্ধ।

মানুষ সেই সমাজেই নিজের বাড়ির দরজা খোলা রেখে ঘোরাফেরা করতে পারে, যেখানে রাজা তাঁর প্রজার সুরক্ষার বন্দোবস্ত করেন। যখন রাজা রক্ষা করেন তখন নারীগণ অলঙ্কার পরে একাকী পথে বের হ'তে পারে। যে সমাজ রাজার দ্বারা সুরক্ষিত, সেখানে মানবতার নীতি বিরাজ করে। সেরকম একটি রাজ্য সব দিক দিয়ে উন্নতি লাভ করে। এই সত্যটি কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এবং প্রাচীন অন্যান্য গ্রন্থেও ঘোষিত হয়েছে। পূর্বকালে রাজার অবস্থান স্থায়ী ছিল না, তাঁর ক্ষমতাও বল্গাহীন ছিল না। কিন্তু বৈদিক যুগের পরে রাজ্যের সীমা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগলো, রাজার অধিকার ও গরিমাও ততই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্রমশ প্রজার সুরক্ষার চেয়ে রাজার সুরক্ষার দিকটি বেশি মনোযোগ পেতে থাকল। রাজার সম্মান ও অবস্থানের অনুপাত অনুযায়ী তাঁর গরিমা, জাঁকজমক ও ঐশ্বর্য প্রদর্শন বেড়ে গেল। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা শুক্র রচিত নীতিগুলিতে পাওয়া যায়।

(a) প্রাচীন ভারতে রাজা ও রাজ্য সম্পর্কে কী ধারণা প্রচলিত ছিল?

(b) 'মাৎস্যন্যায়'কে কেন অন্যায় অভিহিত করা হয়?

(c) কোন্ নিয়মের ভিত্তিতে রাজা এবং প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক রচিত হয়?

(d) 'মানবতার নীতি' কথাটির অর্থ কী?

(e) উত্তর-বৈদিক যুগে প্রজার অবস্থার কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় **এক-তৃতীয়াংশ** শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনো শীর্ষক দেবার প্রয়োজন নেই : 60

ভারতীয় ব্যবসায়ী যাঁরা রাজা রামমোহনের কাজকর্ম সমর্থন করতেন না, তাঁরা 1830 খ্রিস্টাব্দে, 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রভাব দূর করার জন্য, 'ধর্মসভা' নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর মধ্যে হেনরি ডিরোজিও আধুনিক চিন্তাধারা প্রচার করার জন্য হিন্দু কলেজে অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে সামাজিক অবক্ষয় ও কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য যতগুলি সভা-সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত সমিতিটি ছিল সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। এই সেই সমিতি যা 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করেছিল। হিন্দু কলেজের কর্মচারীরা একে কেন্দ্র করে যে-সব সমস্যা সৃষ্টি করেছিল, তাতে এই সমিতিটি ভেঙে গিয়েছিল। এই সমিতির সদস্যরা অনেকে পরে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এ যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর এই সভার নেতৃত্ব বিখ্যাত ব্যবসায়ী দ্বারকানাথ ঠাকুরের হাতে চলে গিয়েছিল। উনিশ শতকের চতুর্থ বা পঞ্চম দশকে সমাজে জ্ঞান বিস্তারের জন্য অনেক সমিতি গড়ে উঠেছিল। 1851তে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামে একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়েছিল।

সমজাতীয় ঘটনাগুলি বোম্বেতেও ঘটেছিল। সেখানে ধনী এবং শ্রদ্ধাভাজন পার্শী সমাজ-এর নেতৃত্ব দিয়েছিল। এই পার্শীরা ঔপনিবেশিক শাসনকে সমর্থন জানিয়েছিল। তারা তখন নব্যযুবা এবং উদীয়মান মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিজীবী, যারা এলফিনষ্টন কলেজ যা ইউরোপীয় ধারার অনুগামী ছিল, তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এঁদের মধ্যে গণ্যমান্য ছিলেন বালশাস্ত্রী জাম্বেকার, যিনি ইংরেজি-মারাঠী পত্রিকা 'বোম্বে মিরর' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'বোম্বে মিরর' শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশগ্রহণের উপর জোর দিয়েছিল। এই পত্রিকাটি ঔপনিবেশিক শাসনে নানা কর আরোপের বিরুদ্ধে ছিল। আরো একজন বুদ্ধিজীবী রামকৃষ্ণ বিশ্বনাথ, যিনি মারাঠী ভাষায় ভারতের ইতিহাস লিখেছিলেন এবং ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা করেছিলেন, যদিও তিনি মনে করতেন যে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় মিলে শাসনকার্য চালালে সবকিছু ঠিকঠাকভাবে চলতে পারে। পুণের আরেকজন মারাঠী বুদ্ধিজীবী গোপাল হরি দেশমুখ 'প্রভাকর' পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ভারতের স্বাধীনতালোপের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে ভারতের স্বাধীনতালোপের মূল দুটি কারণ হ'ল, এখানে প্রচলিত সামন্ততন্ত্র এবং সাধারণ ও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে বিভেদ।

1852 সালে প্রতিষ্ঠিত বোম্বে এসোসিয়েশনে যখন ছাত্র-যুবরা ভারতীয়দের জন্য ব্রিটিশের সমকক্ষ অধিকার দাবি করেছিল, তখন একটা মতানৈক্যের কারণে এই এসোসিয়েশনের ব্যবসায়ী শ্রেণীর নরমপন্থী উচ্চবিত্ত সদস্যরা নিজেদের বোম্বে এসোসিয়েশন থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। শুধুমাত্র মাদ্রাস এসোসিয়েশনের সদস্যরা জমিদারদের দ্বারা ভারতীয় কৃষকদের শোষিত হ'বার সমস্যাটির উপর জোর দিয়েছিলেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্বিবেচনার কাজ চলছিল, তাই এই তিন এসোসিয়েশন মিলিতভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসনের নানা অবিচারের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের কাছে নালিশ জানিয়েছিল।

(*336* শব্দ)

4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটির ইংরেজি অনুবাদ করুন : 20

সব দেশের ইতিহাস তার ভূগোলের দ্বারা প্রভাবিত। ভারতের ক্ষেত্রে এর সভ্যতা অনাদিকাল থেকে বিকশিত হয়ে আসছে। দক্ষিণের সমুদ্র এবং উত্তরের পাহাড়ের বিপজ্জনক প্রাচীর ভারতকে বাদবাকি পৃথিবী থেকে আলাদা করে রেখেছে। ফলে বিদেশের প্রভাব ভারতের উপর খুব একটা পড়েনি। 1600 মাইল লম্বা এবং 50 মাইল চওড়া হিমালয় পাহাড় পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রাচীরের মতো বিস্তৃত। পূর্বদিকের পাতকাই, নাগা ও লুসাই পাহাড়গুলির ঘন জঙ্গল যোগাযোগ রক্ষার পক্ষে বাধাস্বরূপ। পশ্চিমদিকে অবশ্যই কিছু গিরিপথ আছে, যেমন খাইবার ও বোলান, যার মধ্যে দিয়ে বিদেশীরা ভারতে এসে পৌঁছাত। দীর্ঘ অনেক শতাব্দী ধরে দক্ষিণদিকের সমুদ্রগুলি খুব সহজেই যোগাযোগের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে নৌ-বিদ্যার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি দেখা গিয়েছিল। যার ফলে সমুদ্রপথে নৌ-বাণিজ্য অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। 1498-এ ভাস্কো ডা গামার নেতৃত্বে সমুদ্রপথে পোর্তুগীজরা ভারতে আসে। পরে ওলন্দাজ (ডাচ), ফরাসী এবং ইংরেজরাও আসে। ভারতের উপর নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য এরা পরস্পরের সঙ্গে অনেক লড়াই করেছিল। ভারতীয় সভ্যতার উপর ভারতের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বিদেশী প্রভাব বিশেষ নেই।

5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : 20

At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes when we step out from the old to the new. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance. It means the ending of disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill-will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell.

It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East, a new hope comes into being. May the star never set and that hope never be betrayed !

6. *(a)* শব্দযুগলের পার্থক্য নির্দেশ করুন : 2×5=10

(i) আপন, আপণ

(ii) দীপ, দ্বীপ

(iii) উপাদান, উপাধান

(iv) পদ্ম, পদ্য

(v) আশা, আসা

(b) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : 2×5=10

(i) বালির বাঁধ

(ii) ভাগের মা

(iii) দিল্লি কা লাড্ডু

(iv) তীর্থের কাক

(v) টাকার কুমীর

(c) বিশেষ্য থেকে বিশেষণ ও বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিণত করুন : 2×5=10

(i) ইচ্ছা

(ii) উন্নতি

(iii) মায়া

(iv) ব্যবহার্য

(v) উপলব্ধ

(d) নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন : 2×5=10

(i) দশানন

(ii) সুখদুঃখ

(iii) রথদেখা

(iv) পদ্মনাভ

(v) পলান্ন

★ ★ ★